দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 24 FEB 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# বরিশালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে না

■ সালেহ টিটু, বরিশাল অফিস

বিভাগীয় শহর বরিশালে দীর্ঘদিনেও সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি না করায় প্রতি বছর সরকারি দু'টি স্কুলে মাত্র ৫ ভাগের এক ভাগ শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে। অথচ এ বিভাগের একটি জেলায় রয়েছে ৬টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়। তাছাড়া বিভাগের ২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮টিতে প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

বরিশালে ছেলেদের জন্য রয়েছে সরকারি জিলা স্কুল এবং মেয়েদের জন্য সরকারি গার্লস স্কুল। সরকারি স্কুলগুলোর উপর দেশের সকল স্থানে মেধাবী শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়তে থাকলে সরকার এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সকল সরকারি স্কুলে দু'শিফট চালু করার নির্দেশ দেয়। বরিশালের দু'টি সরকারি স্কুলে ৪র্থ থেকে শুরু করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতি শিফটে দু'টি করে শাখা চালু থাকলেও উপেক্ষিত থাকে ৩য় শ্রেণী। ৩য় শ্রেণীতে দু'শিফটে চালু রয়েছে একটি করে শাখা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ অবস্থা চলে আসছে বলে দু'টি স্কুলের কর্তৃপক্ষের দাবি। ফলে প্রতি বছর ৩য় শ্রেণীতে কমপক্ষে দেড় হাজার মেধাবী শিক্ষার্থী ঐ দু'টি স্কুলে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এছাড়া ৪র্থ থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত দু'টি করে ৪টি শাখায় ভর্তি করা হলেও সে ক্ষেত্রেও একই অবস্থা বিরাজমান। ঐ দু'স্কুলে নগরীর মেধাবী শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য বছরের শুরুতেই নামীদামী শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট পড়া শুরু করে। ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারী মাসের মধ্যে সরকারি ঐ দু'টি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ভর্তি যুদ্ধে ৩য় শ্রেণীতে সরকারী বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ের মর্নিং ও ইভিনিং শিফটের ৪টি শাখায় আড়াইশ' শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়। সে ক্ষেত্রে কমপক্ষে দেড় হাজার শিক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় ৮০ থেকে ৯০ নম্বর পেলেও তারা প্রতিযোগিতার মাঠে টিকতে পারে না। অথচ বরিশাল সরকারি জিলা ও সদর গার্লস স্কুলের মর্নিং ও ইভিনিং শাখার ৩য় শ্রেণীতে ২টি করে শাখা বৃদ্ধি করা হলে সে ক্ষেত্রে নগরীর মেধাবী শিক্ষার্থীরা সেখানে লেখাপড়ার সুযোগ পেত। তাছাড়া বরিশাল বিভাগে উন্নীত হওয়ার দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও এখানে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর জন্য তেমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। যার ফলে ঐ দু'টি স্কুলের উপর নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের সামনের পথ চলতে হচ্ছে।

বিভিন্ন সময় বরিশালে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি উঠলেও তা উপেক্ষিত রয়েছে। বরিশাল বিভাগে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে মোট ২০টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ভোলা ও পিরোজপুর জেলায়। ভোলা জেলায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা ৬টি। ভোলা সদরে একটি সরকারি বালক ও একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং দৌলতখান ও তজুমদ্দিন থানায় ২টি করে সরকারি মাধ্যমিক স্কুল রয়েছে। পিরোজপুর সদরে ২টি এবং ভান্ডারিয়া ও নাজিরপুর থানায় একটি করে এবং কাউখালীতে দুটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়া পটুয়াখালী জেলায় একটি সরকারি বালক ও বালিকা, ঝালকাঠী জেলায় ২টি ও বরগুনা জেলায় ২টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এ ২০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৮টিতেই প্রধান শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য। শুধু বরিশাল সরকারি জিলা স্কুলে এবং ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁদপুর হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক রয়েছেন। বরগুনা সরকারী বালিকা বিদ্যালয় এবং পটুয়াখালী বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন দু'জন সহকারি প্রধান শিক্ষক। এছাড়া বাকী ১৬টি স্কুলেই প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে রয়েছেন সহকারী শিক্ষকরা। পদোন্নতি জটিলতার কারণেই এমনটা হয়েছে বলে বর্তমানে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে থাকা শিক্ষকরা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, বেশিরভাগ শিক্ষকের চাকরি বয়স ১৮ থেকে ২০ বছর পার হয়েছে। অথচ নানা জটিলতার কারণে পদোন্নতি দেয়া হচ্ছে না। পদোন্নতির না পাওয়ার কারণে সিনিয়র সহকারী শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। ১৯৮৪ সালে নিয়ম ছিল ৮০% সহকারি প্রধান শিক্ষক পদোন্নতির মাধ্যমে আসবে। বাকী মাত্র ২০% নিয়োগ দেবে সরাসরি সরকার। কিন্তু ২০০২ সালে এ নিয়ম পরিবর্তন করে সরকার কর্তৃক ৫০% সরাসরি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু তারও কোন বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সিদ্ধান্ত ফাইলেই আটকে আছে। এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নন্দী গোপাল দাস জানান, পদোন্নতি জটিলতার কারণেই প্রধান শিক্ষকের পদগুলো শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে ফাইল চালাচালি হলেও তেমন কোন ফল হচ্ছে না। প্রধান শিক্ষক না থাকায় ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে বলে তিনি জানান।

**১৮টি স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই**